তারিখ ... 28 FEB 2016
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষার সৃজনশীলতা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ

ড. মো. হুমায়ুন কবীর

নতুন শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তর হলো অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। আর মাধ্যমিক স্তর হলো বর্তমানের উচ্চ মাধ্যমিক মিলে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। আবার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকেও যতদূর সম্ভব মেইনস্ট্রিমে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। সাথে সাথে বর্তমানে প্রচলিত এসএসসি ও এইচএসসি পাবলিক পরীক্ষার মতো করে চালু হলো সমাপনী পরীক্ষা নামে আরো দুটি পরীক্ষা। যদিও এগুলোকে পাবলিক পরীক্ষা না বলে সার্টিফিকেট কিংবা শ্রেণি উত্তরণের পরীক্ষা বলা হচ্ছে, তবুও এর সাথে জড়িয়ে আছে অনেক সুবিধা-অসুবিধা। সুবিধা হলো- এর মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষা ভীতি দূর হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই একটি প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর অসুবিধা বা সমস্যা হলো- এর জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরি করতে গজিয়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মতো হাজারো কোচিং সেন্টার। পরীক্ষায় ভালো করার প্রতিযোগিতার দৌড়ে সৃষ্টি হচ্ছে অসমতা। একদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে শিশুদের বইয়ের বোঝা ও লেখাপড়ার চাপ কমানোর কথা বলছেন, অপরদিকে কোনো অজানা কারণে শিশুদের সেই বোঝা তো কমছেই না বরং প্রতিমুহূর্তেই বেড়ে চলেছে। তার উপর রয়েছে সৃজনশীল লেখাপড়ার মাধ্যমে প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ পরীক্ষা পদ্ধতি।

সেই সৃজনশীলতা বুঝতে আরো বেশি করে কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট পড়ানোর ব্যবসা জমজমাট হয়েছে। আর এটি এখন শুধু যে শহরের স্কুলে হচ্ছে তা নয়, এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে গ্রাম-গ্রামান্তরে। বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় একাধিক রিপোর্ট বেরিয়েছে যে, বর্তমানে লেখাপড়ার জন্য যে সৃজনশীল পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকগণই ঠিক মতো বুঝতে পারছেন না। তাদের শিক্ষার্থীদের কী পড়াবেন? সম্প্রতি রিসার্চ ফর এডভান্সমেন্ট অব কমপ্লিট এডুকেশন (রেস) নামের একটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ফলাফলে প্রকাশ, সৃজনশীল পদ্ধতিতে পড়ানোর বিষয়বস্তু বোঝেন মাত্র ৪৫% শিক্ষক, একেবারেই বোঝেন না ১৩% শিক্ষক, অল্পবিস্তর বোঝেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা ৪২%। নিজে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে গাইড বইয়ের সাহায্য নেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা ৪৭%, অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করে তৈরি করেন এমন সংখ্যা হলো ৩৭%, একবারে নিজে নিজে তৈরি করে মাত্র ১৮% শিক্ষক। আবার মোটের উপর সৃজনশীল পদ্ধতি একবারেই উপযুক্তভাবে কাজ করছে না এমন মতামত প্রদানকারী লোক ২৫%, একে চালু রেখে আরো উন্নত করার পক্ষে মত দিয়েছেন ২০% এবং সঠিকভাবে ভালো করে কাজ করছে এমন মতামত প্রদানকারী লোকের সংখ্যা ৫৫%। তবে শিক্ষকগণ ভালোভাবে বুঝতে পারলে ৭৫% শিক্ষার্থীই তা ভালোভাবে বুঝতে পারে। তবে এ পদ্ধতিতে ইংরেজি বিষয়টি ৩৯% এবং গণিত বিষয়টি ৩৩% শিক্ষার্থীর নিকট দুর্বোধ্য মনে হয়। সঠিকভাবে কাজ করছে এমন মতামত প্রদানকারী লোকের সংখ্যা যেহেতু শতকরা অর্ধেকের বেশি, কাজেই একে টিকিয়ে রেখেই কেমন করে তার উন্নতি করা যায় সেটা নিয়ে গবেষণা করে আরো কার্যকর সুপরামর্শ বের করতে হবে।

গতানুগতিক মুখস্থ বিদ্যা এবং শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও নকল প্রবণতা থেকে বের করে এনে নিজে নিজে চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে সৃজনশীল একটি কার্যকর পদ্ধতি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর জন্য যে পরিমাণ প্রশিক্ষিত শিক্ষক দরকার তার অভাব রয়েছে প্রচুর। কারণ দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষকের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরাও বাজারের নিম্নমানের গাইড বইয়ে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। যার ফলশ্রুতিতে যে উদ্দেশ্য নিয়ে সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে তা বিফল হতে চলেছে। অপরদিকে বর্তমানের এ ডিজিটাল যুগে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকেই ডিজিটাল পদ্ধতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া উচিত। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং শিক্ষকদের ব্যাপক মাত্রায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এর সমাধান করা যেতে পারে। আর তাছাড়া প্রাথমিক পর্যায় থেকেই শ্রেণিকক্ষ আধুনিকায়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যক্তিবর্গকে দেশ গঠনে তাদের সহায়তার হাত সম্প্রসারিত করার আহবান জানিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাতে সকলের উদাত্ত সারা দেয়া উচিত।

● লেখক: ডেপুটি রেজিস্ট্রার, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
email: hkabirfmo@yahoo.com